৩০-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই কলিযুগী দুনিয়ার সুখ কাক বিষ্ঠা সম, এই দুনিয়া এখন গেলো বলে, তাই এর প্রতি আকর্ষণ রেখো না, আসক্তি দূর করতে হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের মন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি লাগে না ?

উত্তর :-- যে বাচ্চারা আজ্ঞাকারী, বিশ্বাসী এবং নিশ্চয়বুদ্ধির হয়, তাদের মন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না কেননা তাদের বুদ্ধিতে থাকে, এই বিনাশ এখন হলো বলে । এ এক জাদুর খেলা, মায়ার আবরণ । এর এখন বিনাশ হতেই হবে । বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, ভূমিকম্প হবে, সাগরও ধরিত্রীকে গ্রাস করবে .....এ সবই হবে, নতুন কিছুই নয় । তোমাদের যদি সুইট হোম, সুইট রাজধানী স্মরণে থাকে তাহলে এই দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আসবে না ।

গীত :- যার সাথী হলো ভগবান .....

ওম্ শান্তি । এই গীত হলো নিশ্চয়তার উপর । যখন তোমরা বাবার হও বা বাবা যখন আসেন, তখন তিনি এসে আমাদের সাথী হন । বাচ্চারা জানে যে, বাবা যখন আসেন, তখনই বিনাশের তুফান শুরু হয় । বাবা আসেন পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি করিয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে । ভূমিকম্প হবে, সমুদ্র নীচে থেকে ধরণী গ্রাস করবে, বর্ষণও উপর থেকে ধরিত্রীকে ডুবিয়ে দেবে । এই সব হবেই । ওরা তো গান এমনিই বসে বানিয়েছে । তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারা জানো যে, বরাবর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই । বাবা এসেছেনই নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে । তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানান । পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে বাচ্চাদের আবার সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব আশীর্বাদী বর্সায় দেন । তোমরা জানো যে, বাবার থেকে নতুন বিশ্বের মালিকত্বের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । এই পুরানো বিশ্ব তো কোনো কাজেরই নয় । মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন স্বর্গ তৈরী হচ্ছে । কিন্তু এ সবই হলো মায়ার মিথ্যা আবরণ । সমস্ত জিনিসই চকচকে নকল সোনা, সমস্ত রাজ্যই গিলটির । সবই মৃগতৃষ্ণার সমান, এতেই মানুষ খুশী হয় । পূর্বে যখন মুসলমানদের রাজ্য ছিলো তখন এই এরোপ্লেন, মোটর ইত্যাদি থোড়াই ছিলো । এ সবই মায়ার চমক । ওরা কতো প্ল্যান তৈরী করে । বাচ্চারা জানে, এ সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে । ভূমিকম্প হবে এই সমস্ত বাঁধের জল ভরিয়ে দেবে । মানুষ মনে করে, এই সবেই তারা সুখ পাবে কিন্তু এই সবকিছু থেকেই দুঃখের প্রাপ্তি হয় । এই এরোপ্লেনও দুঃখদায়ী হয়ে উঠবে, এই এরোপ্লেন থেকেই বোম্বস পড়বে । তাই বাচ্চারা এই সমস্ত কথাই ভুলে যায় তাই তাদের মন এই পুরানো দুনিয়াতেই আটকে থাকে । যারা বাবার আজ্ঞাকারী, বিশ্বাসী এবং সম্পূর্ণ সাহায্যকারী বাচ্চা হয়, সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হয়,তারা জানে যে, যাই হোক না কেন, এ কোনো নতুন কথা নয় । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অনেকবারই হয়েছে, সেই আবার অবশ্যই হবে । ওরা ভাবে যে, অনেক নতুন নতুন জিনিস তৈরী হচ্ছে, এ তো স্বর্গ তৈরী হচ্ছে, আর তোমরা বাচ্চারা কেবল জানো যে, এ তো এক জাদুর খেলা । যেমন কোনো পুরানো সোনাকে রং, রূপ দিয়ে তাকে চমকদার করা হয়, তেমনই এই পুরানো দুনিয়াকেও রং, রূপ দিয়ে চমকপ্রদ করার সমস্ত প্ল্যান বানাতে থাকে । তারা এ কথা জানেই না যে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে । এ তো তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে ।

মানুষ তো বলে দেয় যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে তারপর ভগবান এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করবেন । প্রথমে তিনি ব্রহ্মার রচনা করবেন তারপর তাঁর থেকে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হবে । সে তো কবে হবে, তা কেউ জানে না । এ তো বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদের বোঝান । ভগবানের হলো শ্রীমত । এখন শ্রীমত যখন বলা হয় তখন অবশ্যই বোঝা উচিত এ উচ্চ ভগবানের মতই হবে । ব্রহ্মার বা বিষ্ণুর শ্রীমত বলা হয় না । ভগবান এসে ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা কিভাবে শ্রীমত দেন --- এ কথা মানুষ জানে না । তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে -- ব্রহ্মা নীচে কিভাবে এলো, তিনি তো সূক্ষ্মবতনবাসী । তাই এই সব কথা না জানার কারণে তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । কৃষ্ণের কোনো সাধারণ রূপে পরমাত্মা প্রবেশ করেন --- এমন কোনো ঘটনাও হয় না । এই কথা কেউই জানে না । বাবা বলেন যে, আমিও অনেক গুরু করেছিলাম কিন্তু কিছুই জানতাম না । আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, শ্রীমত কার ? শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন তো নিরাকার, তাঁরই হলো শ্রীমত । শিবায় নমঃ --বলা হয় না ? তাঁর মহিমা হলো অপরমপার । এই কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো । এই সব কথা কারোর বুদ্ধিতে বসাতে গেলে কতো পরিশ্রমের প্রয়োজন ।

এখন ভক্তদের ভগবানের মতের প্রয়োজন । এ তো ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে । গীতার ভগবান এসে ভক্তদের মত দিয়েছিলেন , তো ভক্তদের উদ্ধার কিভাবে হবে, ভক্তরা তো বলে দেয়, ভগবান সর্বব্যাপী । ভক্তরাই যদি ভগবান হয়, তাহলে বলো তাদের কি হাল হবে । এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, ভগবান হলেন এক, তিনি আসেনই ভক্তদের রক্ষা করতে । এই সময় মানুষ সবাই রাবণের শোকবাটিকাতে রয়েছে । অন্য কোনো মানুষ বা সাধু - সন্ত আদি এদের রক্ষা করতে পারবে না । ভক্তদের রক্ষা একমাত্র ভগবান করেন ।

মানুষ এই কথা জানে না যে, আমরা পতিত দুনিয়া এই নরকে নিবাস করছি । পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয় । এই কথাও কোটিতে কয়েকজনই বুঝবে । আগের কল্পের হারানিধি বাচ্চারাই এখানে আসবে । কল্প কল্প তোমরাই হারানিধি বাচ্চা হও তারপর কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ বাবার প্রিয় হয় আবার কাউকে তো মায়া কাঁচাই খেয়ে ফেলে । বাবার স্মরণ না করার ফলে চট্ করে বিকার এসে যায় । প্রথম প্রথম দেহ অহংকারের বিকার এলে তার সঙ্গে অন্য বিকারও চেষ্টা করতে থাকে, এই কারণেই বাবা বলেন, তোমরা দেহী অভিমানী হও কেননা সবাইকেই এখন ফিরে যেতে হবে । এখানে তো কেবল দুঃখই দুঃখ । কলিযুগী দুনিয়ার সুখ কাক বিষ্ঠা সমান । এ তো সন্ন্যাসীরাও বলে আর তোমরাও বুঝতে পারো । তোমরা বাচ্চারা নরক এবং স্বর্গকে জানো । নরকে তো কোনো সুখই নেই । নরকে কোনো আকর্ষণ রাখা হলো নিজের পদ ভ্রষ্ট করা । কোনো জিনিসেই কোনো আসক্তি রাখবে না । তোমাদের বোঝা উচিত যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । এই দুনিয়া এখন আর কোনো কাজের নয় । প্রথম প্রথম দেহ - অভিমান আসার কারণে এই দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আসে । দেহী - অভিমানী যেমন এই দুনিয়ার থেকে উর্ধে থাকে । ও হলো হদের বৈরাগ্য আর এ হলো বেহদের বৈরাগ্য । আমরা এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাই কারণ এ সম্পূর্ণ দুঃখদায়ক । এখানে আর অল্প কিছুই আছে, এ তো শেষের পথে । বাকি আমরা খুব অল্প সময়ের অতিথি । তো ব্রাহ্মণরাই বলে, আমরা পুরানো দুনিয়াতে খুব অল্প সময়ের অতিথি । আমরা আমাদের সুইট হোম, সুইট রাজধানীতে গিয়ে সুখ ভোগ করবো, এখন আমাদের যেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে তাই দেহ সহিত সবকিছুই ভুলে যেতে হবে । এই শরীর হলো পুরানো জুতোর তুল্য,একে এখন ত্যাগ করতে হবে, আমাদের যোগে থাকতে হবে । যোগে থাকলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে আর আমরা বাবার

থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে পারবো । দেহী - অভিমানীদের আয়ু বৃদ্ধি পায় না । তাদের দেহের প্রতি প্রেম হয়ে যায় । কারোর চেহারা সুন্দর হলে তাদের দেহের প্রতি প্রেম হয়ে যায় । খুব ভালোভাবে তারা সেই চেহারাকে পরিচ্ছন্ন করতে থাকে, যেমন ভাবে বাসন পরিচ্ছন্ন করা হয় । তোমরা যত যোগে থাকবে, ততই আত্মা পিওর হতে থাকবে তারপর নতুন শরীর রূপী বাসনের জন্য উপযুক্ত হবে । আমরা যতই শরীরকে সাবান, ভেসলিন, পাউডার ইত্যাদি লাগাই না কেন, তবুও এই শরীর হলো পুরানো শরীর । পুরানো বাড়িকে যতই মেরামত করো না কেন তা পরিতক্তই মনে হয়, এই শরীরও তেমনই । নিজের সঙ্গে এমন বার্তালাপ করলে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সার প্রতি মন লাগবে আর কোনো জিনিসেই তখন মন লাগবে না । আমি আত্মা, বাবার কাছেই যাবো । বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের লাভ হতেই থাকে । আয়ুও বৃদ্ধি পেতে থাকে । আত্মা বুঝতে পারে ---আমি যোগবলের দ্বারা শুদ্ধ হচ্ছি । আমার এই শরীর এখন কোনো কাজের নয় । যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও তাদের শরীর তো পতিত । এখানে কারোর শরীরই শুদ্ধ হতে পারে না । ওখানে শরীর বিকার বিষের দ্বারা উৎপন্ন হয় না । এই কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো । স্বর্গেও যদি বিকারের দ্বারা জন্ম হয় তাহলে তাকে নির্বিকারী দুনিয়া কেন বলা হয় ? সেখানে তো আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র থাকে ।

তোমরা জানো যে এই সময় পাঁচ তত্বও আয়রন এজের তাই শরীরও তেমন হয় । এখানে রোগ ইত্যাদি হয়ে যায়, ওখানে শরীর কখনোই রোগগ্রস্ত হয় না । এ সমস্তও বোঝার মতো কথা । ওখানে তোমাদের শরীরও নতুন হয় । প্রকৃতিও সতোপ্রধান হয়ে যায় । ওখানে এইসব ওষুধপত্র কিছুই থাকবে না । তোমাদের শরীরে দিব্য চমক থাকবে । কায়া একদম কাঞ্চন তুল্য হয়ে যাবে, ওই যুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হয় । শরীর তো আর সোনার হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে পারসনাথ - পারসনাথিনী বলা হয় । তাঁদের শরীর দেখো কতো সতোপ্রধান । তাঁদের কতো মহিমা । এখন তো এই পাঁচ তত্বও তমোপ্রধান, বিকার বিষের দ্বারাই এই শরীরের জন্ম হয় । সেখানে থাকে যোগবলের কথা । স্বর্গে অবশ্যই নির্বিকারী বাচ্চারাই থাকবে । মহাশত্রু কাম সেখানে থাকে না । বাবা বলেন, এই কাম তোমাদের আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয় । ওই দুনিয়াকে বলাই হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া আর এই দুনিয়াকে সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া বলা হয় । প্রত্যেকের ভিতরই এই পাঁচ আছে । তোমরা এই পাঁচ ভূতের উপর বিজয় তখনই পাও যখন সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগ লাগাও, যেই যোগবলের দ্বারা তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তাই তোমরা হলে ছদ্মবেশী শিবশক্তি সেনা । সেনারা শিব বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে শক্তি প্রাপ্ত করছে । সেই সর্বশক্তিমান বাবা হলেন স্বর্গের রাজধানী স্থাপনকারী, গড ফাদার । তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতেই আসেন । এখন কিন্তু তোমরা স্বর্গের উপযুক্ত নও । বাচ্চারা, আমি কল্পে - কল্পে এসে তোমাদের স্বর্গের রাজধানীর যোগ্য করে গড়ে তুলি । এখন তোমরা হলে এই নরকের মালিক । যদিও মানুষ বলে থাকে, অমুকে মারা গেছেন, স্বর্গবাসী হয়েছেন । তারা একদম বুঝতে পারে না যে, আমরা এই নরকেই আছি । বাস্তবে স্বর্গের খবর কেউই জানে না । মানুষ বলে, যাদের কাছে ধন - দৌলত বেশী আছে, তাদের কাছে এই দুনিয়াই স্বর্গ । আরে, এতো রোগ আদি যদি থাকে তাহলে তাকে কিভাবে স্বর্গ বলা যাবে ? স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয় । কলিযুগে থোড়াই স্বর্গ আছে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই দুনিয়া হলো বিকারী দুনিয়া । প্রত্যেক নারী হলো দ্রৌপদী আর পার্বতী । এই প্রত্যেক নারীকেই অমরনাথ অমরকথা শোনান । তাই প্রত্যেক দ্রৌপদীই নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে । এই কথা বেহদের বাবা বসে বোঝান । ওই দুনিয়া হলো পাপমুক্ত, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, সেখানে একদম বিকার নেই । আত্মা যখন এসে গর্ভে প্রবেশ করে তখন

সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে । আত্মা যেহেতু পবিত্র আসে তাই তাকে গর্ভে কোনো সাজা ভোগ করতে হয় না । এখানে তো সবাই সাজা পায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) এই দুনিয়াতে নিজেকে অতিথি মনে করতে হবে । দেহী – অভিমানী হয়ে পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহ থেকে উর্ধ্বে থাকতে হবে ।

২) যোগের দ্বারা আত্মা এবং শরীর রূপী বাসনকে স্বচ্ছ করতে হবে । এই শরীর কোনো কাজের নয় তাই এর প্রতি মমত্ব রেখো না ।

বরদান :-- খুশীর সম্পদে অনেক আত্মাকে ভরপুর করে সদা খুশীর ভাগ্যের অধিকারী হও

খুশীর ভাগ্যের অধিকারী তাদের বলা হয় যারা সদা খুশীতে থাকে আর খুশীর সম্পদে অনেক আত্মাকে ভরপুর করে দেয় । আজকাল প্রত্যেকেরই বিশেষ খুশীর সম্পদের আবশ্যকতা আছে, তাদের আর সবকিছুই আছে কিন্তু খুশী নেই । তোমরা তো খুশীর খনির সন্ধান পেয়েছো । খুশীর বিভিন্ন রকম সম্পদ তোমাদের কাছে আছে, কেবল এই সম্পদের মালিক হয়ে যা পেয়েছো তা নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি ব্যবহার করো তাহলেই ভরপুরতার অনুভব করবে ।

স্লোগান :- অন্য আত্মাদের ব্যর্থ ভাবকে শ্রেষ্ঠ ভাবে পরিবর্তন করে দেওয়াই হলো প্রকৃত সেবা ।